পতিত জমি ।। তৃতীয় সর্গ

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

।। কথান।।

আমি সেই বৃদ্ধ এবং অভিশপ্ত ভবিষ্যৎ -দ্রষ্টা। অভিশপ্ত কেননা আমাকে কঠিন, তির্যক এবং ক্রূর সত্যগুলি শুধুই বলে যেতে হয়; যা হয়তো মানুষের বিপন্নতাবোধ বাড়িয়ে দেয়। সত্য তো বরাবরই নিষ্ঠুর এবং ধ্বংসকামী। তা কী মানুষের কোনো কাজে লাগে? কোন কাজে লাগে? সত্য মানুষ ইচ্ছে মতন গিলতে পারে না। তা গলার কাছে কাঁটার মতন বিঁধে থাকে। আমার মুখ থেকেই একজন মানুষ জেনেছিল যে, সে যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে; যে নারীর সঙ্গে সে রাতের পর রাত তুমুল সহবাসে মত্ত থেকেছে;— সেই স্ত্রী, সেই নারী প্রকৃতপ্রস্তাবে তার মা! আমার মুখ থেকে এই নিষ্ঠুরতম সত্য জানার পর, সে, সেই অভিশপ্ত পুরুষ প্রথমে তার হাতের লৌহদণ্ড ছুঁড়ে মেরেছিল আমার দিকে। শীর্ণ এবং দুর্বল— আমি সেই নির্মম আঘাত এড়িয়ে যেতে পারি নি। আমার ডান বাহুতে এসে লেগেছিল সেই লৌহদণ্ড। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি। আমার ডান বাহু থেকে গড়িয়ে নামছিল রক্ত। এরকম আঘাত করেও তার ক্রোধ মেটেনি। সিংহাসন থেকে নেমে এসেছিল সেই পুরুষ, সেই নৃপতি। তারপর আমার কাছাকাছি এসে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল— তুই হচ্ছিস একজন হিঁজড়ে। এই সভায় সকলের সামনে তোকে উলঙ্গ করে দেব আমি? অন্ধ মানুষ আমি। দৃষ্টিহীন। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সত্যদ্রষ্টা। আমি যা ঘটছিল তা দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছু। শুধু অনুভব করছিলাম ওরা আমাকে নাঙা করে দিচ্ছিল। শরীর, ঝুলে - যাওয়া, লাবণ্যহীন, জরাগ্রস্ত নারী - স্তন যা আমার এই বিচিত্র শরীরের অংশ। আমার গোপন অঙ্গের কিছুটা পিঙ্গল, কিছুটা পক্ক কেশদাম। আমার অর্ধেক যোনি। আর অর্ধেক লিঙ্গ। লজ্জায় কুঁকড়ে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছিল আমার বার্ধক্যপ্রাপ্ত শরীর। দুর্বল কণ্ঠস্বরে আমি চেঁচিয়ে ভেবে। তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে যেভাবে, তা আমার এই আজকের লজ্জার থেকেও আরও লজ্জাকর! তোমাকে আমি করুণা করি। কারণ তুমি দুর্ভাগ্যের সন্তান! তুমি জানো না এখনও কত পীড়ন এবং লজ্জা অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্যে...!

উন্মত্ত ক্রোধে আমাকে আরও প্রহার করেছিল সেই অভিশপ্ত পুরুষ। তারপর হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল অন্দরমহলের দিকে। এরপর কী হয়েছিল আপনারা সকলে জানেন। জানেন না?...

অবিকল সেই অভিশপ্ত পুরুষের মতন দেখতে একজন অন্ধ ভিখিরিকে আমি কতদিন ভিক্ষে করতে দেখেছি এই উদাসীন শহরের রাস্তায় রাস্তায়;—উড্রাম ঘাটে, মিলিয়েনিয়াম পার্কের কাছাকাছি, শহীদ মিনারের চত্বরে, কালিঘাট ব্রিজে বেশ্যাদের ভিড়ে, গড়িয়াহাটের ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির সামনে। একদিন আমি; এই বয়সহীন, অন্ধ, উভলিঙ্গ সত্যদ্রষ্টা দেখেছিলাম সেই নৃপতিকে...!

কোথায় দেখেছিলাম? কী দেখেছিলাম?...

দেখেছিলাম এই শহরের নতুন গজিয়ে ওঠা CITI ব্যাঙ্কের এক ঝাঁ - চকচকে শাখা - অফিসের গেটের একপাশে সেই অন্ধ ভিখিরি একা বসে নিজের মনে বাঁশি বাজাচ্ছে...।

দু-হাজার কিংবা তারও অনেক বেশি বছর আগেকার এক ভয়াবহ ব্যক্তি - বিপন্নতার কথা ভেবে আর লাভ কী?

আমি তো মৃত্যহীন সত্যদ্রষ্টা। আমিও অভিশপ্ত। জরাগ্রস্ত নারীর ন্যাতানো স্তন বুকে নিয়ে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতে হচ্ছে আমাকে। আমি মৃত্যুহীন। অবিরাম গ্রামপতনের শব্দ আমার কানে আসে। নিষ্ঠুর নগরায়নের কোলাহল আমার কানে আসে। আর মানুষের পতনের যেহেতু কোনো শব্দ হয় না; তাই আমাকে দেখে যেতে হয় পতনোন্মুখ মানুষের আকুলিবিকুলি একটু আলো কিংবা জলের জন্যে।

আজ ২৪.৮.২০০২। সেই থীবস নগরী থেকে টেমস নদীর তীর। প্যারিসের কাছে এথেন্সের ভগ্নস্তূপ এ্যাম্পিথিয়েটার। কোথায় না ঘুরেছি আমি। আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন। আজ এই মুহূর্তে আমি যোধপুর পার্কের এক বহুতল বাড়ির সামনে বসে আছি। আমিও একজন অন্ধ ভিখিরি। এই বহুতল বাড়ির পাঁচতলায় এ-১১ ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরে এই গোধূলিবেলায় কী ঘটতে চলেছে আমি জানি। কারণ আমি একজন অভিশপ্ত সত্যদ্রষ্টা...।

।। ফ্ল্যাট নং এ-১১।।

সে, রিমি ঘর সাজিয়ে বসে আছে ঋতুপর্ণ ভৌমিক কখন আসবেন। আজ এই ফ্ল্যাটে কেউ নেই। রিমি একা। ইলোরা আজ কাটোয়ায় তার বাড়িতে গেছে। শনিবার ও রবিবার সেখানে কাটিয়ে সোমবার সকালে ফিরবে। শহরের অভিজাত এলাকাতে বহুতল বাড়ির ফোর্থ ফ্লোরে এরকম একটা ঝাঁ - চকচকে আবাস পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও কোনোদিন মনে হয়নি রিমির। দক্ষিণ - উত্তরবঙ্গের তোরণ - দরজা মালদা জেলার মেয়ে সে এক নামী বেসরকারি সংস্থায় টানা দু-বছর কম্পিউটার - প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর হঠাৎই যে খাস কলকাতায় ভদ্রোচিত চাকরি জুটে যাবে এটাও তো স্বপ্নে কোনোদিন ভাবেনি রিমি। কিন্তু কলকাতায় ভদ্রোচিত চাকরি জুটে যাবে এটাও তো স্বপেন কোনোদিন ভাবেনি রিমি। কিন্তু কলকাতায় থাকবে কোথায়? সেই কংক্রিট - অরণ্যে তার তো কোনো আত্মীয় নেই? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়েছিল ইলোরার কথা। ইলোরা তার দূরসম্পর্কের বোন। তার মা রিমির বাবার জাঠতুতো বোন। সম্পর্কটা সত্যিই দূরের। কিন্তু কাটোয়া থেকে কলকাতার ব্যাঙ্কে চাকরি করতে গিয়ে ইলোরা যে যোধপুর পার্কে একটা বাসস্থান জুটিয়ে নিয়েছে সে খবর তো রিমির জানা ছিল। তারপর বাবার ফোন কাটোয়ায়। জানালেন, ইলোরার দাদা, যিনি পূর্ত দপ্তরের ভারিক্কি ইঞ্জিনিয়ার। যোধপুর পার্কে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন বটে কিন্তু এখনও নিজের সরকারি আবাসেই থাকেন। যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাট তালাবন্ধ থাকে। সেখানে ইলোরার জায়গা হয়েছে। রিমিরও জায়গা হল। রিমি তার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

ব্যাটারি - প্রস্তুতকার এই সংস্থায় রিমির সঙ্গে মাত্র এক বছরের চুক্তি। কম্পিউটার অপারেটরের চাকরি। রিমি ছাড়া আরও পাঁচজন মেয়ে এই অফিসে চুক্তিবদ্ধ চাকরিতে। বেতন খারাপ কী? আটহাজার। কেটেকুটে সাতহাজার পাঁচশো ছিয়াশি। কিন্তু ভবিষ্যৎ? এক বছরের চুক্তি শেষ হয়ে গেলে রিমি কী করবে? মালদাতে ফিরে যাবে? তা কেন? আবার চাকরির চেষ্টা করতে হবে তাকে। অন্য কোনো সম্পদশালী সংস্থায়। অন্যরকম চুক্তিতে। চুক্তির পর চুক্তির পর চুক্তির পর চুক্তির পর আবারও চুক্তি চুক্তি এবং চুক্তি। এবং কী শেষ নেই? চুক্তিহীন, স্থায়ী চাকরি কী একটা পাওয়া যায় না? ইলোরার মতন?

কয়েকদিন আগে সহকর্মী নন্দিতা বন্ধ কম্পিউটারের সামনে বসে নিঃশব্দে কাঁদছিল। আর কেউ ছিল না। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। শুধু রিমি ছিল। কাজ করছিল। তার কম্পিউটার সচল ছিল। কিন্তু নন্দিতার কম্পিউটারের পর্দায় নধর ও ধূসর, প্রেমিক - প্রেমিক

কিংবা অহিংস চেহারার এক বাঘ।

—কাঁদছ কেন? নন্দিতা?

—আর সাতদিন বাকি।

—কীসের?

—এদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট শেষ হওয়ার। তারপর কী করব?

—এগ্রিমেন্ট রিনিউ হবে না?

—সব ঋতুপর্ণ ভৌমিকের হাতে।

—পার্সোনেল ম্যানেজার?

—হ্যাঁ।

—দেখা করেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কী বললেন উনি?

—আমি জানি আমার এগ্রিমেন্ট রিনিউড হবে না। আমি তো সুন্দরী নই। টেবিলে মাথা নামিয়ে হাপুস্ কাঁদছিল নন্দিতা।

।। 'কলঙ্ক, আমি চোট লেগে যাওয়া পাখি বুঝি না অবৈধতা'।।

...বৈধতা কী? অবৈধতা কী?...সত্যিই আমি এসব বুঝি না। আমি একবিংশ শতাব্দীর মেয়ে। যদিও আমার জন্ম বিংশ শতাব্দীর আশি - তে। আমার প্রকৃত জীবন তো এই নতুন শতাব্দীরই। আমার শরীর ভাসমান মেঘ। শরীর নিয়েও আমার কোনো শুচিবাই নেই। আমি পেশাদার মনোভাবে বিশ্বাসী। পেশাগত কারণে শরীরকে যদি ব্যবহার করতে হয় তো কী হয়েছে? আমার আত্মা যদি অমলিন থাকে—তাহলে আমার শরীর নিয়ে অস্বস্তি কেন? সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বুঝে নিয়েছি এই শরীর আমার সম্পদ। আমি কী একে ব্যবহার করতে পারি না। (এটা এখনকার ভাবনা) যদি পেশাকে নিশ্চিত করতে আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়? '...আমার চুক্তি রিনিউড হবে না আমি তো আর সুন্দরী নই...'— নন্দিতার এই উক্তির ভাবগত অর্থ যে কী আমার বুঝতে বাকি আছে?...

আমার চলছে আট মাস। তার মানে চার মাস বাদে আমিও কী নন্দিতার মত টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদব? আমাকে তো দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। কিছুতেই হেরে ধারধাড়া গোবিন্দপুর মালদাতে ফিরে যাওয়া চলবে না। এই শহরেই আমি হুহুঙ্কারে বেঁচে থাকব। অনেক পুরুষবন্ধু থাকবে আমার। কিন্তু কাউকেই বিয়ে করব না। নিজের ফ্ল্যাট কিনব আমি। গাড়ি কিনব। আমি এই জীবন আপাদমস্তক ভোগ করতে চাই।

সেদিন সন্দে ছটা।

অফিস প্রায়, ফাঁকা।

আমি ঋতুপর্ণ ভৌমিকের চেম্বারে ঢুকলাম।

—কী ব্যাপার মিস্ সেন? আসুন?

—স্যার অডিট-রিপ্লাইয়ের থার্টি পেজ দিয়েছিলেন আপনি। একটা ফ্লপিতে ভরে দিতে এনটায়ার ম্যাটার। সেটা এনেছি—।

—সো কুইক? মার্ভেলাস? আজ দুপুরেই তো দিয়েছিলাম। থ্যাঙ্ক ইউ।

ফ্লপি ঋতুপর্ণ-র হাতে দিতে গিয়ে আমার ম্যানিকিওর আঙুল ওর আঙুলে। কয়েক মুহূর্ত ছুঁইয়ে রাখলাম আঙুলটা। কাজ হল।

—বসুন? কফি? প্রৌঢ় ঋতুপর্ণ -র কপালে ঘাম।

ছাপান্ন বছরের একটা লোককে মাঝ বুড়ো তো বলাই যায়। এসব লোকের বাড়িতে অশান্তি থাকে আমি জানি। উঁচু পদের চাকরি - সর্ব জীবন এদের। কোনো বন্ধু থাকে না এদের, শুধুই তক্ষক। ছেলে কিংবা মেয়ে আই.আই.টি., খড়গপুর বা ওরকম কোথাও। স্ত্রী হয় যৌবনলুণ্ঠিত, ব্যাধিগ্রস্ত। কিংবা মানসিক জটিলতার শিকার। কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের মামলার কারণে দুজনে বিচ্ছিন্ন। হ্যাঁ, এরকমই তো হয়ে তাকে ঋতুপর্ণদের জীবন ছকবাঁধা। ছাঁচবন্ধ।

সেদিন ঋতুপর্ণর গাড়িতে আমাকে লিফট। মাঝ-বুড়োটি যে উপোসী বোঝা গেল। গাড়ি যখন ইস্টার্ণ বাইপাসের মসৃণ এবং আধো - অন্ধকার রাস্তা ধরে ঋতুপর্ণেরই আদেশে টিমেতালে ছুটছিল তখন ঋতুপর্ণর থাবা কীভাবে ক্রমশ আমার কোমর থেকে বুকের দিকে দেয়ালের সংশয়গ্রস্থ কিংবা ভিতু টিকটিকির মতন স্তনচূড়ার দিকে উঠে আসছিল তা অনুভব করে বেশ মজাই লাগছিল। এই মানুষগুলো সাহসী হয় না, ভিতুই। আমি বরং একটু ঘন হয়ে ওর নার্ভাসনেস কাটালাম। আগ্নেয়গিরির লাভামুখ খুলে গেল। অগাধ জলের নীচে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা ঋতুপর্ণর। আমার কিছুই মনে হচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল পাখির পালক খসে খসে পড়ছে আমার কাঁধে। আমি মনে মনে বলছিলাম আমার প্রিয় কবির কবিতায় সেই অভূতপূর্ব লাইনগুলো:— 'তোমার তর্জনীর নাম ছিল খবরদার, তোমার অনামিকার নাম ছিল মাইন পাতা, তোমার মধ্যমাকে বলতাম মঝ্লী দিদি...'।

পাখি ডেকে উছল ডোরবেলে। ঐ মাঝবুড়োটা এসেছে। আজ ও আমার এই নির্জন ফ্ল্যাটে ডিনার করবে।

'Flushed and decided, he assaults at once'

আমি নিয়তিনির্দিষ্ট দ্রষ্টা। তাই আমি সব অভ্যন্তর, সব গোপন, সত্য নামক ভাসমান জাহাজগুলির তলদেশ, ফুটে, ডুবুরির ব্যর্থতা ও দীর্ঘশ্বাস সব আমাকে দেখে যেতে হয়। এ-১১ নং ফ্ল্যাটের গভীর গোপনে কী ঘটছিল তাও আমাকে দেখতে হল। হা ঈশ্বর! নিদারুণ সব সত্য ভক্ষণ করতে করতে আমার কী রক্তবমি হবে? ঠিক সন্ধে সাতটা নাগাদ গম-রং মারুতি এসে দাঁড়াল বহুতল বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নামল যে লোকটি তার উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশি কখনই নয়। থলথলে ভুঁড়ি, গোল, চর্বিপুষ্ট মুখমণ্ডল, ঘাড় প্রায় অদৃশ্য, মাথার পেছনে বৃত্তাকার চকচকে টাকে চাঁদের রশ্মি; (একেই কী সুখটা বলে?) ছাই-রং সাফারি সুট, সবুট ঋতুপর্ণ ভৌমিক লিফটে উঠে গেল। তারপর আমার, সত্যদ্রষ্টা এই হতভাগার দৃষ্টি নিবন্ধ হল এ -১১ ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরে।

—আসুন আসুন স্যার —গুড ইভনিং!

—গুড ইভনিং।...বাহ্! এটা কী পরেছ? কিমোনো? মনে হচ্ছে আমার সামনে আগুন হয়ে দাঁড়িয়ে আছো! রিমি হাসে। গালে টোল। এরপর আরও কিছুক্ষণ বাক্য - বিনিময়। হাসি। খাদ্য। কফি প্রত্যাখাত। ঋতুপর্ণ হাতের ব্রিফকেস থেকে বের করে কুমড়োপটাশসদৃশ বোতল।

—নাহ স্যার— এসব আমি খাইনি কোনোদিন। প্লীজ আমাকে ইনসিস্ট করবেন না...

—আহ রিমি দুষ্টুমি করে না। এসো— চিয়ার্স— হ্যাভ আ সিপ। দেখবে আরো আগুন হয়ে উঠবে শরীর। তোমার এই শরীর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এসো আমার কোলো এসো। লক্ষ্মী মেয়ে। চুমু খাও। আহ! সব পোশাক খুলে দাও। ব্রা-প্যান্টি খুলে দাও। আমার ট্রাউজার অন্তর্বাস খুলে দাও। আহ! আমি তোমার কাছে রোজ আসব রিমি...।

—স্যার আমার হবে তো?

—কী?

আরও এক বছ এক্সটেনশান?

—এক বছর? আমি রেকমেণ্ড করব তোমার জন্য একেবারে তিন বছরের এক্সটেনশান। আমার সুপারিশ এম.ডি. ফেলতে পারবেন না। আর তিন বছ আনইনটারাপটেড সার্ভিস মিনস পার্মানেন্ট ইন আওয়ার কনসার্ন নেক্সট ইয়ার...

—স্যার আলোটা নিভিয়ে দেব? লজ্জা করছে...

—না আলো থাক।...

'By the water of Leman I sat down and wept'

—তুমি কাঁদছ কেন মেয়ে?

—আপনি কে?

—আমি অভিশপ্ত দ্রষ্টা। আমি সব দেখেছি।

—সব দেখেছেন? ইস্ কী লজ্জা!

—আমি পুরুষ নই। তোমার লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই।

—আপনি তো নারীও নন।

—না আমি পুরোপুরি নারীও নই।

—আপনি কোথায় থাকেন?

—থীবস নগরীতে।

—সেটা কোথায়?

—ইতিহাস পড়লেই জানতে পারবে।

—আপনি কী দেখেছেন?

—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আমি সব দেখতে পাই। দেখতে চাই না তবুও দেখতে হয় আমাকে। এই নিদারুণ দেখা থেকে আমার মুক্তি নেই। কেননা আমার মৃত্যু নেই। আমি তাই নির্জন নদীতীরে বসে কাঁদি। ছায়াপথ থেকে অলৌকিক আলো আমার প্রাচীন শহীরে এসে পড়ে। আমাকে ভূতগ্রস্তের মতন দেখায়। আমি কাঁদি। মানুষের জীবনে দুঃখ অনিবার্য এই ভেবে।

—আপনি যখন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তাহলে একটা প্রশ্ন—

—কী?

—আমার ভবিষ্যৎ কী?

—জানি। কিন্তু বলব না।

—কেন?

—ভবিষৎ জীবনে দুঃখ অনিবার্য বলে।

—কেন দুঃখ? সুখ নয় কেন?

—কারণ তুমি অন্য কোনো প্রাণী নও—মানুষ।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—আবার জিজ্ঞাসা করছি আমার ভবিষ্যৎ কী?

—অন্ধকার ছায়াপথ হাহাকার...

—আমি কী তবে ভুল করলাম?

—হ্যাঁ ভুল করেছ?

—আমি কী পাপ করলাম?

—নাহ্ পাপ নয়। ভুল...

—কী ভুল?

—তুমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নও তাই জানতে না।

—কী?

—যে, ঋতুপর্ণ ভৌমিক আর সাতদিন পরেই সাসপেণ্ড হবে। তোমার সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি আরো বাড়াবার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে তার অনুমোদন গ্রাহ্যই হবে না। এই কোম্পানীতে ঋতুপর্ণর নিজেরই কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

—সাতদিন পরে ঋতুপর্ণ ভৌমিক সাসপেণ্ড হবে?

—হ্যাঁ। কেননা তার বিরুদ্ধে কুড়ি লাখ টাকার একটা বিল জালিয়াতি করার অভিযোগ ছিল। তদন্তে সেই জালিযাতি প্রমাণ হয়েছে।

—হায় ভগবান! আমার তাহলে কী হবে?

—তোমার জন্যে অপেক্ষায় আছে অন্ধকার ছায়াপথ হাহাকার...আরো অবৈধতা এবং অনিশ্চয়তা...

রিমি কাঁদছে। তাকে এখন নন্দিতার মতন লাগছে। আমিও কাঁদছি।

ঠিক কাঁদছি না। বাঁশি বাজাচ্ছি। আমার ঠিকানা এখন এই শহরের একটা ফুটপাত। ব্যস্ত পথচারীরা কেউ আমার দিকে ফিরেও দেখছে না। বাঁশি শোনা তো দূরের কথা